পবিত্র ত্রিপিটক

তৃতীয় খণ্ড

[বিনয়পিটকে **চূলবর্গ ও পরিবার**]

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির ও ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

১২. সপ্তশতিকা অধ্যায়

১. প্রথম পরিচ্ছেদ

৪৪৬. ভগবানের পরিনির্বাণের একশত বছর পর—সেই সময় বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ দশবস্তু তথা দশ প্রকার নিয়ম ভঙ্গ বিষয় প্রচার করছেন। যথা : ১) শৃঙ্গে পুরে লবণ জমা রাখা বিধেয়, ২) দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও আহার গ্রহণ করা বিধেয়, ৩) এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা বিধেয়, ৪) এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা বিধেয়, ৫) পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবো এই ভেবে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা বিধেয়, ৬) আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা আচরণ করা বিধেয়, ৭) দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা বিধেয়, ৮) যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, এখনো সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা বিধেয়, ৯) ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার বিধেয়, ১০) সোনা, রূপা কিংবা টাকা স্পর্শ ও গ্রহণ বিধেয়।

সেই সময় কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ স্থবির বৃজিদেশ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে বৈশালী এসে পৌঁছলেন। অমনি কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৈশালীস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করতে লাগলেন। তখন বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ উপোসথ দিনে কাঁসার পাত্র জলপূর্ণ করে ভিক্ষুসংঘের মাঝখানে রাখলেন, আর আগত বৈশালীর উপাসকগণকে বলতে লাগলেন, বন্ধো, সংঘকে কার্ষাপণ (মুদ্রা), অর্ধ-কার্ষাপণ (অর্ধ মুদ্রা), পাদ (সিকি মুদ্রা), মাষা (এক আনার মুদ্রা) প্রদান কর, এতে সংঘের সামগ্রীর নিশ্চিত করবে।

বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ এরূপ বললে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৈশালীনিবাসী উপাসকগণকে বললেন, বন্ধো, সংঘকে মুদ্রা, অর্ধ-মুদ্রা, সিকি-মুদ্রা ও এক আনার মুদ্রা প্রদান করবে না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের সোনা, রূপা গ্রহণ বিধেয় নয়। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা, রূপা উপভোগ করেন না; গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি, সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা, রূপা বর্জন করেন। কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ এরূপ বলার

পরও বৈশালীনিবাসী উপাসকগণ মুদ্রা, অর্ধ-মুদ্রা, সিকি-মুদ্রা ও এক আনার মুদ্রা প্রদান করলেন।

বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ সেই রাতের শেষে সেই ভিক্ষাপ্রাপ্ত হীরক গণনা করে বিভাগ করলেন। অতঃপর তারা কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে বললেন, বন্ধু হীরকের এই অংশ আপনার। না বন্ধু, আমার হীরকের কোনো অংশ নেই। আমি হীরক উপভোগ করব না।

যশের ওপর প্রতিস্মরণীয় কর্ম

তখন বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ 'এই কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ ও তিরস্কার করতেছে; তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করে তুলতেছে। কাজেই আমরা তার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করব' এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন। অমনি তার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করলেন। এমতাবস্থায় কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণকে বললেন, বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, প্রতিস্মরণীয় কর্ম করা ভিক্ষুকে অনুদূত প্রদান করবে। বন্ধুগণ, আমাকে একজন অনুদূত প্রদান করুন।

বৈশালীস্থ বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ একজন ভিক্ষুকে মনোনীত করে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে অনুদূত প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান যশ অনুদূতকে সঙ্গে নিয়ে বৈশালী নগরে প্রবেশ করলেন। বৈশালীবাসী উপাসকগণকে বলতে লাগলেন, হে আয়ুষ্মানগণ, আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি; অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

৪৪৭. বন্ধুগণ, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করতেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্র-সূর্যের চার প্রকার উপক্লেশ রয়েছে; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল তথা প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই প্রকার উপক্লেশ কী কী?

মেঘ চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। তুষার চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে

না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে ন। ধূম্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে ন। অসুরিন্দ্র চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ; যা দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য প্রকাশিত হতে পারে না, উজ্জ্বল হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে ন।

ভিক্ষুগণ, এরূপে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চার প্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না। সেই চার প্রকার উপক্লেশ কী কী?

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, মাদকদ্রব্য সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রথম উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মৈথুনধর্ম সেবন করে, মৈথুনধর্ম সেবন হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের দ্বিতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা সোনা-রূপা গ্রহণ করে, সোনা-রূপা গ্রহণ হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তৃতীয় উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা মিথ্যাজীবিকা দ্বারা জীবন-যাপন করে, মিথ্যাজীবিকা হতে নিবৃত্ত হয় না। এটি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের চতুর্থ উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হতে পারে না, প্রভাসিত হতে পারে না, আলো বিতরণ করতে পারে না।

বন্ধুগণ, ভগবান এরূপ বললেন। এটা বলার পর সুগত পুনঃ এরূপ বললেন :

"রাগ, হিংসায় উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার দাসরূপে করে থাকে অভিনন্দন।
নেশাদ্রব্য পান করে, মৈথুন প্রতিসেবন,

স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণে হয় ঘোর অজ্ঞান।
মিথ্যাজীবিকা অনুসরণে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
উপক্লেশ এসব, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের ভাষণ।
এসবে উপক্লিষ্ট হয়ে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,
প্রকাশিত, আলোকিত না-রে ধূম্র অজ্ঞান।
অবিদ্যা, তৃষ্ণার দাস হয় পুনর্জন্মচারী,
ধারণে পুনর্জন্ম তারা, শ্মশান বৃদ্ধিকারী।

হে আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলে আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি; অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

৪৪৮. বন্ধুগণ, একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতেন। সেই সময় রাজার অন্তঃপুরে রাজপরিষদে সম্মিলিত জনতার মাঝে এই কথা আলোচিত হচ্ছিল :

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা অবিহিত তথা অবিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করে থাকেন। সেই সময় মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে এরূপ বললেন, আর্যগণ, এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা বিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, সোনা-রূপা বর্জন করে থাকেন। বন্ধুগণ, মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে বুঝাতে সক্ষম হন।

মণিচুড়ক গ্রামপতি সেই পরিষদকে বুঝায়ে ভগবানের সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মণিচুড়ক গ্রামপতি ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, রাজার অন্তঃপুরে রাজপরিষদে সম্মিলিত জনতার মাঝে এই কথা আলোচিত হচ্ছিল—শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা অবিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করে থাকেন। ভন্তে, এরূপ উক্ত হলে আমি সেই পরিষদকে বললাম, আর্যগণ, এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা বিধেয় নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ

করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, তারা সোনা-রূপা হতে দূরে অবস্থান করেন। ভন্তে, আমি সেই পরিষদকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি।

ভন্তে, আমি এরূপ বলে ভগবানের পক্ষে যথার্থ বলেছি কি? মিথ্যা বলে ভগবানকে নিন্দা করিনি তো? ধর্মানুসারে বলেছি তো? এটা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হবে না তো? গৃহপতি, তুমি অবশ্যই এরূপ বলে সত্যকথা বলেছ, মিথ্যা বলে ভগবানকে নিন্দা করনি, ধর্মানুসারে বলেছ, এতে ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদের কারণ হবে না। হে গৃহপতি, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে সোনা-রূপা বিধেয় নয়। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা পরিভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সোনা-রূপা গ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি-সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, তারা সোনা-রূপা হতে দূরে অবস্থান করেন।

গৃহপতি, সোনা-রূপা গ্রহণ করা যার পক্ষে বিধেয়, তার পক্ষে পঞ্চকামগুণও বিধেয়। পঞ্চকামগুণ যার পক্ষে বিধেয় হয়, নিশ্চিতরূপে জেনে নিও তা শ্রমণধর্ম কিংবা শাক্যপুত্রীয় ধর্ম নয়। গৃহপতি, আমি এরূপ বলতেছি, তৃণার্থী তৃণ, কাষ্ঠার্থী কাষ্ঠ, শকটার্থী শকট, পুরুষার্থী পুরুষ অন্বেষণ করবে, কিন্তু শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ কোনো প্রকারেই সোনা-রূপা উপভোগ কিংবা অন্বেষণ করতে পারবে না।

হে আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলে আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি, অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

৪৪৯. বন্ধুগণ, এক সময় ভগবান রাজগৃহে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে উপলক্ষ করে সোনা-রূপা গ্রহণ নিষিদ্ধের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন। আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলে আমি নাকি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং তাদের (ধর্মের প্রতি) প্রসাদহীন করতেছি। আমি তো অধর্মকে অধর্ম বলতেছি, ধর্মকে ধর্ম বলতেছি; অবিনয়কে অবিনয় বলতেছি, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

এরূপ বলা হলে বৈশালীবাসী উপাসকগণ কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে বললেন, ভন্তে, কাকন্দকপুত্র আর্য যশই একমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। এরা সবাই অশাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। ভন্তে, কাকন্দকপুত্র আর্য যশ আপনি বৈশালীতে অবস্থান করুন। আমরা আপনাকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্যাদি

দান করতে উৎসুক হয়ে থাকব। তখন কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান বৈশালীবাসী উপাসকগণকে বুঝায়ে অনুদূত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বিহারে ফিরে আসলেন। বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ অনুদূত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু, কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ বৈশালীবাসী উপাসকগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কি? অনুদূত ভিক্ষু বললেন, বন্ধুগণ, উপাসকগণ (উল্টো) আমাদের প্রতি অন্যায়ভাবে বলেছেন যে, একমাত্র কাকন্দকপুত্র যশই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। আমরা সবাই অশাক্যপুত্রীয় শ্রমণ। অতঃপর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আলোচনা করলেন, বন্ধুগণ, এই কাকন্দকপুত্র যশ আমাদের দ্বারা মনোনীত না হয়ে গৃহীদের বুঝিয়েছে তথা ধর্মদেশনা প্রদান করেছে। এই অপরাধে আমরা তার উৎক্ষেপণীয় কর্মের অনুজ্ঞা করব। এই আলোচনা মোতাবেক তারা যশের উৎক্ষেপণীয় কর্ম করার জন্য একত্রিত হলো। অন্যদিকে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আকাশপথে গমন করে কৌশাম্বীতে উপস্থিত হলেন।

৪৫০. তখন কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ পাবাবাসী এবং অবন্তীস্থ দক্ষিণাপথবাসী ভিক্ষুগণের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা আসুন, এই বিবাদের মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম দীপ্তিমান হয়, ধর্ম সংকুচিত হয়; অবিনয় দীপ্তিমান হয়, বিনয় সংকুচিত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়।

সেই সময় আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী অহোগঙ্গা পর্বতে বাস করতেন। কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ অহোগঙ্গা পর্বতে গমন করে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে অভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। এবার কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে বললেন, ভন্তে, বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশ বস্তুক তথা দশ প্রকার অবিনয় প্রচার করতেছে। যথা : ১) শৃঙ্গে পুরে লবণ জমা রাখা বিধেয়, ২) দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও আহার গ্রহণ করা বিধেয়, ৩) এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা বিধেয়, ৪) এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা বিধেয়, ৫) পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবো এই ভেবে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা বিধেয়, ৬) আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা

আচরণ করা বিধেয়, ৭) দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা বিধেয়, ৮) যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, এখনো সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা বিধেয়, ৯) ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার বিধেয়, ১০) সোনা, রূপা কিংবা টাকা স্পর্শ ও গ্রহণ বিধেয়। ভন্তে, কাজেই আমরা এই বিবাদ মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম দীপ্তিমান হয়, ধর্ম সংকুচিত হয়; অবিনয় দীপ্তিমান হয়, বিনয় সংকুচিত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল, বিনয়বাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়। "হ্যাঁ, বন্ধু, তাই হবে" বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অনন্তর পাবাবাসী ষাটজন ভিক্ষু—যাঁরা সবাই অরণ্যবাসী, পিণ্ডচারিক, পাংশুকুলিক, ত্রিচীবরিক তথা ত্রিচীবরধারী এবং অর্হৎ—তাঁরা অহোগঙ্গা পর্বতে একত্রিত হলেন। অবন্তীস্থ দক্ষিণাপথবাসী আটাশিজন ভিক্ষু—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যবাসী, কেউ কেউ পিণ্ডচারিক, কেউ কেউ পাংশুকুলিক, কেউ কেউ ত্রিচীবরিক তবে সবাই অর্হৎ—তাঁরা অহোগঙ্গা পর্বতে একত্রিত হলেন। আলোচনা করার সময় স্থবির ভিক্ষুগণের মনে উদয় হলো—এই বিবাদ গুরুতর, সাংঘাতিক। কীরূপে আমরা এরূপ পক্ষ পাবো যে, এই বিবাদে আমাদের পক্ষ, অধিকতর শক্তিশালী হবে?

৪৫১. সেই সময় আয়ুষ্মান রেবত সোরেয়্যতে অবস্থান করতেন। তিনি বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। অমনি স্থবির ভিক্ষুগণের মনে পড়ল, আয়ুষ্মান রেবত সোরেয়্যতে অবস্থান করছেন। তিনি তো বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। আমরা যদি আয়ুষ্মান রেবতকে আমাদের পক্ষে পাই, তাহলে এই বিবাদে আমাদের পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে।

আয়ুষ্মান রেবত অতিমানুষিক বিশুদ্ধ দিব্যকর্ণ দ্বারা স্থবির ভিক্ষুগণের সেই আলোচনা শুনতে পেলেন। শুনে তাঁর মনে এরূপ ভাব উদয় হলো—এই বিবাদ গুরুতর, সাংঘাতিক। এমন বিবাদ মীমাংসায় আমার যোগদান না করা সঠিক হবে না। এখন সেই স্থবির ভিক্ষুগণ আসবেন। তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গমন করা আমার পক্ষে সুখকর হবে না। কাজেই আমি (তারা আসার) পূর্বেই গমন করব। এই ভেবে আয়ুষ্মান রেবত সোরেয়্য হতে সাংকাশ্যে গমন করলেন।

এদিকে স্থবির ভিক্ষুগণ সোরেয্য পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন—আয়ুষ্মান রেবত কোথায়? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো সাংকাশ্যে চলে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত সাংকাশ্য হতে কান্যকুব্জে গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সাংকাশ্যে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেবত কোথায় গেছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো কান্যকুব্জে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত কান্যকুব্জ হতে উদুম্বরে গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ কান্যকুব্জে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেবত কোথায় আছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো উদুম্বরে চলে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত উদুম্বর হতে অর্গলপুর গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ উদুম্বরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেবত কোথায় আছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো অর্গলপুর চলে গেছেন। আয়ুষ্মান রেবত অর্গলপুর হতে সহজাতি গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ অর্গলপুর গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান রেতন কোথায় আছেন? সেখানকার লোকজন বললেন, আয়ুষ্মান রেবত তো সহজাতি চলে গেছেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সহজাতিতে গিয়ে আয়ুষ্মান বেরতের সঙ্গে মিলিত হলেন।

৪৫২. তখন আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে বললেন, বন্ধু, এই আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। আমরা যদি আয়ুষ্মান রেবতকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাহলে তিনি এক প্রশ্নের উত্তর দিতেই সমস্ত রাত অতিবাহিত করতে পারেন। এখন আয়ুষ্মান রেবত স্বরভাণক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে স্বস্বরে আবৃত্তির জন্য বলবেন। সেই ভিক্ষুর আবৃত্তি শেষ হলে তুমি আয়ুষ্মান বেরতের কাছে গিয়ে এই দশবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। "হ্যাঁ ভন্তে, এরূপ হবে" বলে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। এদিকে আয়ুষ্মান রেবত স্বরভাণক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে আদেশ করলেন। সেই ভিক্ষুর স্বস্বরে আবৃত্তি শেষ হলে কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান রেবতের কাছে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান বেরতকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন, ১) ভন্তে, শৃঙ্গের ভেতর লবণ রেখে ব্যবহার করা যায় কি? বন্ধু, শৃঙ্গের ভেতর লবণ রাখার অর্থ কী? ভন্তে, যেখানে বা যখন লবণের অভাব হবে, সেখানে বা তখন (এই লবণ) পরিভোগ করব। এই ভেবে শৃঙ্গে লবণ জমা রাখা যায় কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ২) ভন্তে, দুই

আঙুল কপ্পো বিধেয় কি? বন্ধু, দুই আঙুল কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, দুপুরের পর ছায়া দুই আঙুল অতিক্রম করলেও ভোজন করা যায়। না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৩) ভন্তে, গ্রামান্তর কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এখন গ্রামে গমন করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৪) ভন্তে, আবাস কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, আবাস কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করা সঙ্গত কি? না, বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৫) ভন্তে, অনুমতি কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অনুমতি কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাবো এই ভেবে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু দ্বারা বিনয়কর্ম করা, এটা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৬) ভন্তে, অভ্যস্ত কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অভ্যস্ত কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন বলে সেটা আচরণ করা, এটা সঙ্গত কি? বন্ধু, অভ্যস্ত কপ্পো কোনো কোনোটি সঙ্গত আর কোনো কোনোটি অসঙ্গত। ৭) ভন্তে, অমথিতকপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অমথিতকপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে অথচ এখন দধিত্বপ্রাপ্ত হয়নি। সেটা ভুক্ত প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত হিসেবে পান করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৮) ভন্তে, জলোগি পান সঙ্গত কি? বন্ধু, জলোগি পান অর্থ কী? ভন্তে, যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, এখনো সুরায় পরিণত হয়নি। সেটা পান করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ৯) ভন্তে, ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা সঙ্গত নয়। ১০) ভন্তে, সোনা-রূপা গ্রহণ সঙ্গত কি? না বন্ধু, সঙ্গত নয়।

ভন্তে, বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ এই দশবস্তু ব্যবহার সঙ্গত বলে প্রচার করতেছে। কাজেই ভন্তে, আমরা এই বিবাদ মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম দীপ্তিমান হয়, ধর্ম সংকুচিত হয়, অবিনয় দীপ্তিমান হয়, বিনয় সংকুচিত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়; অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়। "হ্যাঁ বন্ধু, এরূপই হবে" বলে আয়ুষ্মান রেবত কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪৫৩. বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, কাকন্দকপুত্র আয়ুষ্মান যশ নাকি এই বিবাদ মীমাংসার জন্য স্বপক্ষ অনুসন্ধান

করতেছেন, স্বপক্ষ সুদৃঢ় করতেছেন। তখন বৃজিপুত্র ভিক্ষুদের মনে উদয় হলো—এই বিবাদ গুরুতর, সাংঘাটিক। কীরূপে আমরা এমন পক্ষ পাবো যে, এই বিবাদে আমাদের পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে।

অমনি তাদের মনে উদয় হলো—আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, সংকোচপরায়ণ ও শিশিক্ষু। যদি আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে আমাদের পক্ষে পাই, এই বিবাদে আমাদের পক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে।

তখন বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সজ্জিত করলেন। যথা : পাত্র, চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কায়বন্ধনী, জলছাঁকনি এবং জল ছাঁকিবার পাত্র। তারা এসব ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে নৌকায় চেপে সহজাতির অভিমুখে যাত্রা করলেন। নৌকা হতে নেমে এক বৃক্ষের মূলে আহার সেরে নিলেন। এ সময় নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্তে পরিবিতর্ক উদয় হলো, আচ্ছা, কারা ধর্মবাদী—প্রাচীনক (পূর্বদেশীয়) ভিক্ষুগণ নাকি পাবেয়্যক (পশ্চিম দেশীয়) ভিক্ষুগণ? ধর্ম ও বিনয় অনুসারে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এরূপ উদয় হলো—প্রাচীনক ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী আর পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী।

তখন জনৈক শুদ্ধবাস কায়িক দেবতা আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষ যেমন মুহূর্তেই সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, ঠিক তদ্রুপ মুহূর্তেই শুদ্ধাবাস দেবলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে আয়ুষ্মান সাঢ়ের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। অমনি সেই দেবতা আয়ুষ্মান সাঢ়কে বললেন, উত্তম, উত্তম, ভন্তে সাঢ়, প্রাচীনক ভিক্ষুগণই অধর্মবাদী, পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। তদ্ধেতু ভন্তে, সাঢ়, ধর্মবাদীর পক্ষ অবলম্বন করুন। আয়ুষ্মান সাঢ় বললেন, দেবতে, আমি পূর্বেই এবং বর্তমানেও ধর্মবাদীর পক্ষে আছি। তবে আমি আমার মত প্রকাশ করব না। নিশ্চয় এই বিবাদে তথা বিবাদ মীমাংসায় আমাকে মনোনীত করবে।

৪৫৪. বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। উপবেশন করার পর আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন, ভন্তে, স্থবির মহোদয়, ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কায়বন্ধনী, জলছাঁকুনি, জল ছাঁকিবার পাত্র প্রতিগ্রহণ করুন। আয়ুষ্মান রেবত বললেন, বন্ধুগণ, নিষ্প্রয়োজন। আমার কাছে পাত্র-চীবরাদি পরিপূর্ণ আছে। এই বলে তিনি

সেসব প্রতিগ্রহণ করলেন না।

সেই সময় বিশবছর বয়স্ক উত্তর নামক ভিক্ষু আয়ুষ্মান রেবতের সেবক ছিলেন। বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উত্তরকে বললেন, আয়ুষ্মান উত্তর, ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী এই চীবর, বসবার আসন, ছুঁচ রাখার কৌটা, কায়বন্ধনী, জল ছাঁকুনি, জল ছাঁকিবার পাত্র প্রতিগ্রহণ করুন। বন্ধুগণ, নিষ্প্রয়োজন। আমার কাছে পাত্র-চীবরাদি পরিপূর্ণ আছে। এই বলে তিনি সেসব প্রতিগ্রহণ করলেন না। বন্ধু, উত্তর, জনসাধারণ ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হতেন। ভগবান সেসব গ্রহণ করলে তারা সন্তোষ লাভ করতেন। যদি ভগবান গ্রহণ না করতেন, তাহলে তারা আনন্দের কাছে নিয়ে উপস্থিত হতেন। বলতেন, ভন্তে, স্থবির ভিক্ষুর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করুন। ভগবান গ্রহণ করলে যেরূপ হয়, আপনি গ্রহণ করলেও সেরূপ হবে। কাজেই আয়ুষ্মান উত্তর, ভিক্ষুর উপযোগী এ দ্রব্যসামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন। এতে স্থবিরের (আয়ুষ্মান রেবতের) গ্রহণ করার ন্যায় হবে। তখন আয়ুষ্মান উত্তর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণের পীড়াপীড়িতে একখানা চীবর গ্রহণ করলেন আর বললেন, বন্ধুগণ, আপনাদের কীসের প্রয়োজন, বলুন? আয়ুষ্মান উত্তর স্থবিরকে (রেবতকে) এটুকুমাত্র বলেন যে, ভন্তে, স্থবির সংঘসভায় বলবেন, পূর্বজনপদেই ভগবান বুদ্ধগণ উৎপন্ন হয়ে থাকেন। প্রাচীনক তথা পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী, পাবেয়্যক তথা পশ্চিমদেশীয় ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী। "বন্ধুগণ, এরূপই হবে" বলে আয়ুষ্মান উত্তর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অমনি আয়ুষ্মান রেবতের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে এরূপ বললেন, ভন্তে, স্থবির, সংঘসভায় এরূপমাত্র বলুন, পূর্বজনপদেই ভগবান বুদ্ধগণ উৎপন্ন হয়ে থাকেন। পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী, পশ্চিমদেশীয় ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী। ভিক্ষু, তুমি আমাকে অধর্মে নিয়োজিত করতেছ। এই বলে স্থবির (রেবত) আয়ুষ্মান উত্তরকে বাহিষ্কার করলেন।

তখন বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরকে বললেন, বন্ধু, উত্তর, স্থবির কী বললেন? বন্ধুগণ, আমি পাপকার্য করেছি। 'ভিক্ষু, তুমি আমাকে অধর্মে নিয়োজিত করতেছ' বলে স্থবির আমাকে বহিষ্কার করেছেন। বন্ধু, তুমি বৃদ্ধ, বিশ বছর বয়স্ক ভিক্ষু নও কি? হ্যাঁ বন্ধুগণ, তা বটে। বন্ধু, আমরা তোমাকে গুরুরূপে গ্রহণ করলাম।

৪৫৫. অতঃপর সেই বিবাদ মীমাংসা করার জন্য ভিক্ষুসংঘ সম্মিলিত

হলেন। আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আমরা এই বিবাদ এখানে মীমাংসা করি, তাহলে পক্ষভুক্ত ভিক্ষুগণ পুনর্বিচার প্রার্থী হবে। সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে যেখানে এই বিবাদ উৎপন্ন হয়েছে, সংঘ সেখানেই এই বিবাদের মীমাংসা করবেন।

তখন স্থবির ভিক্ষুগণ সেই বিবাদ মীমাংসা করতে ইচ্ছুক হয়ে বৈশালীতে গমন করলেন।

সর্বকামী স্থবিরের যশের পক্ষাবলম্বন

সেই সময় এ পৃথিবীতে আয়ুষ্মান আনন্দের সহবিহারী সংঘস্থবির, উপসম্পদায় একশত বিশ বছর বয়স্ক সর্বকামী বৈশালীতে অবস্থান করছেন। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে বললেন, বন্ধু, যেই বিহারে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির অবস্থান করছেন, আমি সেই বিহারে যাচ্ছি। আপনি আগামীকাল ভোরে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরের কাছে এসে দশবস্তু বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। "হ্যাঁ বন্ধু, এরূপ হবে" বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান রেবতকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন।

তখন আয়ুষ্মান রেবত যেই বিহারে সর্বকামী স্থবির অবস্থান করছেন, সেই বিহারে গমন করলেন। প্রকোষ্ঠের ভেতরে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরের আর প্রকোষ্ঠের মুখে আয়ুষ্মান বেরতের শয্যাসন প্রস্তুত হলো। আয়ুষ্মান রেবত 'এই বৃদ্ধ স্থবির শয়ন করেন না' ভেবে নিজেও শয়ন করলেন না। অন্যদিকে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির 'এই আগন্তুক পরিশ্রান্ত হয়েও শয়ন করছেন না' দেখে নিজেও শয়ন করলেন না। আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির ভোরে উঠে আয়ুষ্মান বেরতকে এরূপ বললেন, বন্ধু, তুমি কোন ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত কর? ভন্তে, আমি মৈত্রী ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করি। বন্ধু, এখন তুমি কুল্লক তথা অনাবৃত ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করতেছ। কুল্লক অবস্থান করা অর্থ হলো মৈত্রী ধ্যানস্তরে অতিবাহিত করা। ভন্তে, আমি পূর্বে অর্থাৎ গৃহী অবস্থায়ও মৈত্রী ভাবনায় অভ্যস্ত ছিলাম। তদ্ধেতু আমি বর্তমানে মৈত্রী ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করি। যদিও আমি বহু আগেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। ভন্তে, স্থবির মহোদয়! আপনি এখন কোন ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করেন? বন্ধু, আমি এখন শূন্যতা ধ্যানস্তরে অবস্থান করে থাকি। ভন্তে, স্থবির মহোদয়, আপনি তো এখন মহাপুরুষের ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করছেন। ভন্তে, মহাপুরুষ ধ্যানস্তর অর্থ শূন্যতা। বন্ধু, আমি পূর্বে অর্থাৎ গৃহী

অবস্থায়ও শূন্যতা ভাবনায় অভ্যস্ত ছিলাম। তদ্ধেতু আমি বর্তমানে শূন্যতা ধ্যানস্তরে অধিক সময় অতিবাহিত করি। যদিও আমি বহু আগেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলাম। এই স্থবিরদ্বয়ের আলোচনার মাঝে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তথায় আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন।

একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবিরকে এরূপ বললেন, ভন্তে, বৈশালীতে অবস্থানরত বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ দশবস্তু প্রচার করতেছে। ১) শৃঙ্গের ভেতর লবণ জমা রাখা সঙ্গত, ২) দুই আঙুল কপ্পো সঙ্গত, ৩) গ্রামান্তর কপ্পো সঙ্গত, ৪) আবাস কপ্পো সঙ্গত, ৫) অনুমতি কপ্পো সঙ্গত, ৬) অভ্যস্ত কপ্পো সঙ্গত, ৭) অমথিত কপ্পো সঙ্গত, ৮) জলোগি পান করা সঙ্গত, ৯) ঝালরযুক্ত আসন ব্যবহার সঙ্গত, ১০) সোনা-রূপা গ্রহণ সঙ্গত। ভন্তে, স্থবির মহোদয়, আপনি তো স্বীয় উপাধ্যায়ের (আনন্দ স্থবিরের) কাছে বহু ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করেছেন। ভন্তে, ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণকারী স্থবির হিসেবে আপনার কী মনে হচ্ছে, কারা ধর্মবাদী? প্রাচীনক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নাকি পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী? বন্ধু, আপনিও তো স্বীয় আচার্যের কাছে বহু ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করেছেন। আপনি ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে কী মনে করেন— কারা ধর্মবাদী? প্রাচীনক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নাকি পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী? ভন্তে, আমার ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এরূপ মনে হচ্ছে যে, প্রাচীনক ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী, পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। তবে আমাকে এই বিবাদ মীমাংসায় মনোনীত করবেন ভেবে আমি আমার মত প্রকাশ করছি না। বন্ধু, আমারও ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এরূপ মনে হচ্ছে, প্রাচীনক ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী, পাবেয়্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। তবে আমাকে এই বিবাদ মীমাংসায় মনোনীত করবেন ভেবে আমিও আমার মত প্রকাশ করছি না।

সঙ্গীতির কার্যারম্ভ

৪৫৬. এই বিবাদ মীমাংসা করার জন্য ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হলেন। বিবাদ মীমাংসা করার সময় নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হতে লাগল। কোনো কথার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল না। তখন আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদ মীমাংসা করার সময় আমাদের মাঝে নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হচ্ছে। কোনো কথার অর্থ

সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। যদি উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ এই বিবাদ কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা মীমাংসা করতে পারেন।

অমনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ চারজন প্রাচীনক ভিক্ষু ও চারজন পাবেয়্যক ভিক্ষুকে মনোনীত করলেন। প্রাচীনক ভিক্ষুগণের পক্ষে আয়ুষ্মান সর্বকামী, আয়ুষ্মান সাঢ়, আয়ুষ্মান ক্ষুদ্র শোভিত ও আয়ুষ্মান বার্ষভগ্রামিক। পাবেয়্যক ভিক্ষুগণের মধ্যে আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী, আয়ুষ্মান কাকন্দকপুত্র যশ ও আয়ুষ্মান সুমনকে মনোনীত করলেন। এবার আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন :

প্রস্তাবনা স্থাপন : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদ মীমাংসা করার সময় আমাদের মাঝে নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হচ্ছে। কোনো কথার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে এই বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সংঘ প্রাচীনক পক্ষে চারজন আর পাবেয়্যক পক্ষে চারজন ভিক্ষুকে কার্য-নির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত করতে পারেন। এটি প্রস্তাবনা।

অনুশ্রবণ : ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদ মীমাংসা করার সময় আমাদের মাঝে নানা প্রকারের বৃথাবাক্য উদ্ভব হচ্ছে। কোনো কথার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সংঘ কার্য-নির্বাহিক কমিটি দ্বারা এই বিবাদ মীমাংসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এতে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের অনুমোদন রয়েছে বিধায় নীরব রয়েছেন, আমি এ ধারণা করছি।

অজিত ভিক্ষুকে আসন প্রস্তুতকারক মনোনীত

সেই সময় অজিত নামক দশ বর্ষাবাসধারী ভিক্ষু সংঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ছিলেন। সংঘ সেই ভিক্ষুকে স্থবির ভিক্ষুগণের আসন প্রস্তুতকারী হিসেবে মনোনীত করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে উদয় হলো— আমরা এই বিবাদ কোথায় মীমাংসা করব? অমনি তাঁদের মনে পড়ল, বালুকারাম বিহার রমণীয়, উপরন্তু নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে ভরা কাজেই আমরা এই বালুকারাম বিহারেই এ বিবাদ মীমাংসা করব।

সঙ্গীতির কার্যধারা শুরু

৪৫৭. বিবাদ মীমাংসা করার ইচ্ছুক হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণ বালুকারাম বিহারে উপস্থিত হলেন। তখন আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এরূপ জ্ঞাপন

করলেন :

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান সর্বকামীকে বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করব।

এবার আয়ুষ্মান সর্বকামী সংঘকে জ্ঞাপন করলেন :

সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের উচিত বলে মনে হয়, তাহলে আমি রেবত কর্তৃক বিনয় সম্পর্কিত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করব।

এবার আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সর্বকামীকে জিজ্ঞেস করলেন, ১) ভন্তে, শৃঙ্গে লবণ কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, শৃঙ্গে লবণ কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, যেখানে লবণের অভাব হবে, সেখানে পরিভোগ করব এই ভেবে শৃঙ্গে লবণ জমা করে রাখা। না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। (এটা) কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? সংগ্রহকরণ ভোজন করার অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই প্রথম বস্তু তথা বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই প্রথম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

২) ভন্তে, দুই আঙুল কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, দুই আঙুল কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, ছায়া দুই আঙুল পরিমাণ পশ্চিমে অতিক্রান্ত হওয়ার মতন বিকালে ভোজন করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? রাজগৃহে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? বিকালভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই দ্বিতীয় বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই দ্বিতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৩) ভন্তে, গ্রামান্তর কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এখান গ্রামে প্রবেশ করব এই ভেবে পরিতৃপ্তভাবে খেয়ে নিয়ে পুনঃ গ্রামে গিয়ে অতিরিক্ত ভোজন করতে পারে কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? অতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই তৃতীয় বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই তৃতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম

৪) ভন্তে, আবাস কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, আবাস কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, এক সীমাভুক্ত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ করতে পারা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? রাজগৃহে, উপোসথ-সংযুক্তে। কী অপরাধ হয়? বিনয় অতিক্রম করাতে দুক্কট অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই চতুর্থ বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই চতুর্থ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৫) ভন্তে, অনুমতি কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অনুমতি কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, পরে আগত ভিক্ষুগণকে জানাব এই ভেবে সংঘের একাংশের বিনয়-কর্ম করা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? চম্পেয়্য স্কন্ধে, বিনয় বিষয়ে। কী অপরাধ হয়? বিনয় অতিক্রম করাতে দুক্কট অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই পঞ্চম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই পঞ্চম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৬) ভন্তে, অভ্যস্ত কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অভ্যস্ত কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন এই ভেবে তদনুরূপ আচরণ করা যায় কি? কোনো কোনো অভ্যস্ত কপ্পো বিনয়সঙ্গত আর কোনো কোনো অভ্যস্ত কপ্পো বিনয়সঙ্গত নয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই ষষ্ঠ বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই ষষ্ঠ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৭) ভন্তে, অমথিত কপ্পো সঙ্গত কি? বন্ধু, অমথিত কপ্পো অর্থ কী? ভন্তে, যেই দুধ দুধত্ব ত্যাগ করেছে কিন্তু এখনো দধিতে পরিণত হয়নি, সেটা ভুক্ত, প্রবারিত ভিক্ষু অতিরিক্তি হিসেবে পান করা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? অতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই সপ্তম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই সপ্তম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৮) ভন্তে, জলোগী পান করা সঙ্গত? বন্ধু, জলোগী অর্থ কী? ভন্তে, যেই

সুরা চোয়ানো হয়েছে তবে সুরায় পরিণত হয়নি, তা পান করা যায় কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? কৌশাম্বীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? মাদক দ্রব্য সেবনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই অষ্টম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই অষ্টম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

৯) ভন্তে, ঝালরযুক্ত বসবার আসন ব্যবহার সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? ছেদন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই নবম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই নবম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

১০) ভন্তে, সোনা-রূপা গ্রহণ করা সঙ্গত কি? না বন্ধু, তা বিনয়সঙ্গত নয়। কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? রাজগৃহে, সূত্র-বিভঙ্গে। কী অপরাধ হয়? সোনা-রূপা গ্রহণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই দশম বিষয় মীমাংসিত হলো। এই বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসনবহির্ভূত। এই দশম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

ভন্তে সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ কর্তৃক এই বিষয় মীমাংসিত হলো। এই দশ বিষয় ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিনয়-বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসনবহির্ভূত।

৪৫৮. তখন আয়ুষ্মান সর্বকামী বললেন, বন্ধুগণ, এই বিবাদ মীমাংসিত, উপশমিত, উপশান্ত ও সুউপশান্ত হলো। বন্ধু, আপনি আমাকে সংঘসভায় ও সেই ভিক্ষুগণের জ্ঞাতার্থে এই দশ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

অমনি আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সর্বকামীকে সংঘসভায় এই দশ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আয়ুষ্মান সর্বকামীও জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলোতে উত্তর প্রদান করলেন।

এই বিনয়-সঙ্গীতিতে অন্যূন অনধিক সাতশতজন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এ কারণে এই বিনয়-সঙ্গীতিকে ‘সপ্তশতিকা’ বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তশতিকা অধ্যায় সমাপ্ত।

বিনয়পিটকে চূলবর্গ সমাপ্ত।